কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট

(শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের পথিকৃৎ)

রেজি: নং- ৪৭৩৫/২০২০ ইং

দত্তাইল-শম্ভুনগর পুরাতন মসজিদ প্রাঙ্গণ

সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা

ফোন: ০১৭১৮৬৩৪০৫৭

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুন ২০২৫

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ
লিংক ভিশন
মিরপুর, ঢাকা
linkvision.bd@gmail.com

KSM Shikkha-Seba Trust by Hasnan Ahmed
First Published, June 2022

কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট

(শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের পথিকৃৎ)

রেজিঃ নং- ৪৭৩৫/২০২০ ইং

দত্তাইল-শম্ভুনগর পুরাতন মসজিদ প্রাঙ্গণ
সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা
ফোনঃ ০১৭১৮৬৩৪০৫৭
Web Page: https://ksmtrust.com

কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট

যে অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষ জাতিকে অন্য কোনো প্রাণি থেকে পৃথক করেছে এবং শ্রেষ্টত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান)। এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উন্মেষ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। এই শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা– দুই-ই হতে পারে। সামাজিক শিক্ষা সমাজের সাধারণ মানুষের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যার উপর ভিত্তি করে সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষা মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন, আদর্শ সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার উন্নতি একটা জাতিকে উন্নতির শিখরে বয়ে নিয়ে যায়। কার্যত আমাদের দেশে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলী ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। শিক্ষার ও জ্ঞানের অভাবে সমাজ আজ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশিষ্ট পরিবেশে রূপ নিয়েছে। দুর্নীতি, দুরাচার, দুর্বৃত্ততা, দুঃশাসন একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর একটা ক্ষয়িত-কুশিক্ষিত-জারিত পরিবেশের অনিবার্য সামাজিক পরিণতি। আমরা এই দুর্বিনীত অভিঘাত-জর্জরিত সমাজের উত্তরাধিকার হয়েছি।

বাস্তব এ অবস্থার জন্য কাউকে দোষারোপ না করে বলতে হয়, এ দোষ আমাদের অপরিণামদর্শী চিন্তা-চেতনার, কর্মপদ্ধতির ও শিক্ষাহীনতার। এ অবস্থা থেকে আমাদের পরিত্রাণের পথ খোঁজা অতীব জরুরি। সেজন্য:

– সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

– সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিল্স ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

– স্বাস্থ্য সেবা, দরিদ্র-দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে দান এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধিতে সক্ষম সম্পদ গড়তে সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

– পাশাপাশি ইসলামি, কারিগরি ও বিজ্ঞানমুখী আধুনিক শিক্ষার সম্মিলনে সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

– সেই সাথে ছাত্রছাত্রীদের এবং যুবসমাজের বহুমুখী কারিগরি জ্ঞান ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

এসব বহুমুখী বিষয়কে সামনে রেখে কেএসএম শিক্ষ-সেবা ট্রাস্ট এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণে, সহযোগিতায় ও নির্দেশনায় জনহিতকর কাজ করার জন্য এক মহতী উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ-এর সল্পসাধ্য কষ্টার্জিত নগদ অর্থ ও পৈত্রিক সম্পত্তির অপ্রত্যাহারযোগ্য দান, সাহায্য ও সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামের পুরাতন মসজিদ প্রাঙ্গণে রেজিস্টার্ড দলিল মূলে (রেজিঃ নং ৪৭৩৫/২০২০ ইং) এই শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০২০ ইং সালে এর

আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এই ট্রাস্ট কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণে এবং শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত নয়টি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটা বিধিবদ্ধ কর্মোদ্যোগ। এলাকার একদল মানুষকে সাথে নিয়ে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা। এই ট্রাস্ট সমাজের মানুষের ইসলামি শিক্ষা, ইবাদত ও সমাজকর্ম করার একটি সামাজিক প্লাটফর্ম। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত একটা অলাভজনক, অরাজনৈতিক, বহুমুখী সামাজিক সেবাধর্মী, জনহিতকর-দাতব্য ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এই দাতব্য ট্রাস্টের উন্নয়নমুখী ও জনসেবামূলক সকল কাজ সৃষ্টিকর্তার উদ্দ্যেশে উৎসর্গীকৃত এবং ইবাদত হিসাবে গণ্য।

কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট শিক্ষা-সেবার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক শিক্ষা ও আর্থিক সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এতে একটি সমন্বিত ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করা হয়। একটি ‘মডেল একাডেমি’ পরিচালিত করে সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। ছাত্রছাত্রী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট পার্শ্ববর্তী ৬টি গ্রাম (দত্তাইল, শম্ভুনগর, আশানন্দপুর, পোল-বাগুন্দা, মোহাম্মদজমা-কৌদ পাড়া ও সাহেবনগর)-কে কেন্দ্র করে যে-সকল শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তা হলো–

- **মসজিদভিত্তিক বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম–** এলাকাধীন সকল মসজিদকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণবয়স্ক মহিলা ও পুরুষদের জন্য অবসর সময়ে সাধারণ শিক্ষা ও কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা;
- **একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রম–** ছাত্রছাত্রীদের জীবন ও সমাজমুখী প্রায়োগিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত, আরবি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষার যথাযথ সক্ষমতার মাধ্যমে সমন্বিত ও মানসম্পন্ন ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা। বাংলাদেশ মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথম শ্রেণি থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত একটা ব্যতিক্রমধর্মী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- **হিফজুল কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম–** একটা স্বতন্ত্র হেফজখানা। কোরআন হেফজের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম, যা শিক্ষার্থীর পরবর্তী পেশাগত উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনকর্ম পরিচালনার সহায়ক।
- **শিশু প্রতিপালন কার্যক্রম–** সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় এতিমদের জন্য একটা আদর্শ এতিমখানা। এতিম শিশুদের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দবস্তসহ শিক্ষার্জনের ব্যবস্থা।
- **আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম–** দুঃস্থ-গরিব ও অসহায় এলাকাবাসীকে স্বাবলম্বী করার জন্য আর্থিক সহায়তা; নিম্নবিত্ত অভাবী পরিবারকে সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা দিয়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে কর্মমুখী করে তোলা।
- **টেকনিক্যাল ট্রেইনিং কার্যক্রম–** কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কর্মমুখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা; (প্রক্রিয়াধীন)।

- **কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম–** মহিলা, শিশু ও বয়ঃবৃদ্ধদের বিনামূল্যে সাধারণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা; (প্রক্রিয়াধীন)
- **যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম–** বেকার ও কর্মজীবী যুবক-যুবতীদের জন্য জীবন ও কর্মমুখী কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে সক্ষম জনশক্তি তৈরির ব্যবস্থা; সাধারণ মানুষের সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশ সাধন ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ভালো কাজ, সুচিন্তা ও সফ্‌টস্কিল্‌স প্রশিক্ষণ দেওয়া। (প্রক্রিয়াধীন)
- **কমিউনিটি লাইব্রেরি কার্যক্রম–** সুস্থ ও মননশীল চিন্তার বিকাশে দেশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি, নৈতিকতা-সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক তৈরি করার জন্য লাইব্রেরির ব্যবস্থা। (প্রক্রিয়াধীন)

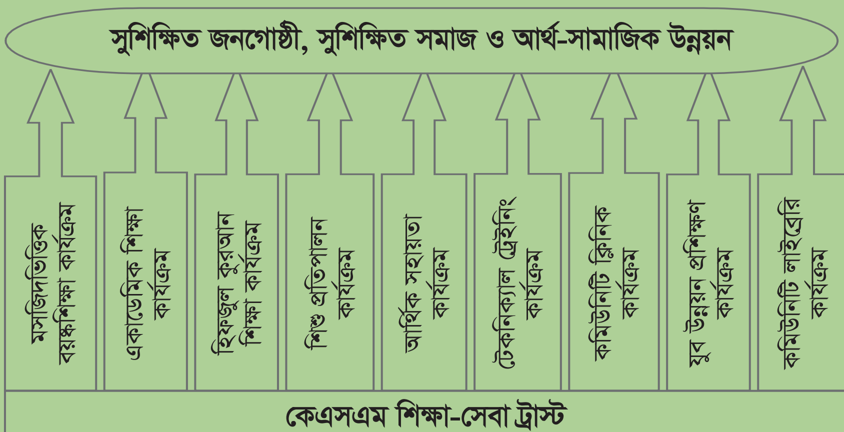

ট্রাস্টের অবস্থান ও অবকাঠামো: চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে পুরাতন মসজিদ চত্বরে মোট ১ একর ৫৩ শতাংশ জমি ও মসজিদ সংলগ্ন দোতলা ভবনকে কেন্দ্র করে এ শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে অফিসের কাজের জন্য একটি গেস্ট-হাউজসহ হল-রুম ও ৬ রুম বিশিষ্ট একটি আধা-পাকা টিন শেড তৈরি করা হয়, যা ক্লাস রুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ৪ রুম বিশিষ্ট একটি আধা-পাকা টিন শেড নির্মাণাধীন রয়েছে এবং টেকনিক্যাল ট্রেইনিং একাডেমি, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি লাইব্রেরি ও কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য স্থাপনা নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ট্রাস্টি বোর্ড অদূর ভবিষ্যতে জমির পরিমাণ ও অবকাঠামো আরো বাড়ানোর আশা রাখে।

ব্যবস্থাপনা: কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য একটা ট্রাস্টি বোর্ড আছে। ট্রাস্টি-বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় দুটো কাউন্সিল– 'একাডেমিক এ্যান্ড গভর্নিং কাউন্সিল' এবং 'ওয়ার্কিং এ্যান্ড এ্যাকটিভিটিজ কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল'-এর মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

- **একাডেমিক এ্যান্ড গভর্নিং কাউন্সিল:** বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রতিথযশা ব্যক্তিবর্গ, এলাকার কৃতি সন্তান এবং শিক্ষানুরাগী ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত শিক্ষা পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বিষয়ে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এ কাউন্সিলের কাজ।

- **ওয়ার্কিং এ্যান্ড এ্যাকটিভিটিজ কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল:** এলাকার কৃতি সন্তান ও সমাজসেবীদের নিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত। পরামর্শদান ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণে ট্রাস্টের শিক্ষা, সামাজিক ও কল্যাণমুখী সার্বিক কার্যক্রম সর্বোতভাবে দেখাশুনা করা এবং জনসেবা করা এ কাউন্সিলের কাজ। এ কাউন্সিল কমপ্লেক্সের সকল কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। কাউন্সিল সামষ্টিকভাবে কার্যক্রমের উন্নতি ও পরিবর্ধন বিষয়ে ট্রাস্টকে দিক নির্দেশনা ও সুপরামর্শ দেবে। কাউন্সিলররা সাধারণ মানুষকে ও সেবাগ্রহীতাকে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করবে; মাসিক চাঁদা ও অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে কার্যক্রমকে সচল রাখবে; এ অঞ্চলের কমিউনিটি সদস্যদের প্রতিনিধি ও সমাজসেবী হিসেবে অংশগ্রহণমূলক কাজ করবে এবং বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করবে। মূলত ওয়ার্কিং এ্যান্ড এ্যাকটিভিটিজ কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

শিক্ষা ও সেবা কে দেবেন, কাকে দেবেন: প্রশ্ন উঠতে পারে শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট তো একটা বিমূর্ত ধারণা; ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না; আইনগত একটা কৃত্রিম সত্তা। তাহলে ট্রাস্ট কীভাবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা ও সেবা দেবে? সমাজের অনেক মানুষই আত্ম-সচেতন ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত; সুশিক্ষিত ও স্বেচ্ছাসেবী। ট্রাস্টভুক্ত সমাজেই তাদের বসবাস। তারা একদল স্বেচ্ছাসেবক, নিজের ও অন্যের উপকার করাই যাদের কাজ। পরকালের মুক্তি তাদের লক্ষ্য। ট্রাস্টভুক্ত সম্পদ ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে নয়টি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একদল কাউন্সিলরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ট্রাস্টের কাউন্সিল সদস্য হিসাবে তারা কাজ করবেন। তারা একটা সুগঠিত নীতিমালার মধ্যে থেকে নিজের উন্নতি ও সমাজসেবা করবেন। তারা সমাজের সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও সেবা দিয়ে পরকালের ইবাদত করবেন। তাতে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জিত হবে। তারা শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সমাজসেবা ও মানসিকতার উন্নয়ন বিষয়ে যুগপৎ ও ক্রমাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে উন্নত করবেন এবং পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সামাজিক শিক্ষা ও সেবা দেবেন।

কাউন্সিল সদস্যদের মূলনীতি

শিক্ষা-সেবা ট্রস্টের কাউন্সিলররা নিম্নবর্ণিত মূলনীতি পালনে সব সময় তৎপর:

১. প্রত্যেক কাউন্সিলর স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবিচল। সমাজের প্রতিটা কাজ সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করেন।

২. প্রত্যেক কাউন্সিলর দেশের প্রতি দায়িত্বশীল ও অনুগত। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। জীবের প্রতি সদয়।

৩. প্রত্যেক কাউন্সিলর সত্যবাদী, সৎ ও বিনয়ী। চিন্তা ও কাজে নির্মল। বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন এবং বয়োকনিষ্ঠদের স্নেহ করেন।

৪. প্রত্যেক কাউন্সিলর জ্ঞানান্বেষী। জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন ধরণের বই নিয়মিত পড়েন এবং অর্জিত জ্ঞান নিজের ও সমাজের কাজে লাগান।

৫. মানবকল্যাণ ও সমাজসেবার প্রতিটি কাজ আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্পাদন করেন।

৬. প্রত্যেক কাউন্সিলর আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। সমাজের প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজ সদস্যের সামাজিক দায়িত্বের অংশ বলে গণ্য করেন।

৭. প্রত্যেক কাউন্সিলর নিজে ন্যায় কাজ করেন, ন্যায় কাজের আদেশ করেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকেন, অন্যকে অন্যায় কাজের নিষেধ করেন। সাধ্যমতো নিজ অর্থ-সম্পদ অভাবী, দুঃস্থ-অসহায়কে দান করেন।

শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিটা কাউন্সিলরকে সমমর্যাদায় বিশ্বাসী হতে হবে। সমাজসেবার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় তারা মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। শিক্ষা-সেবা সমাজের সকল কার্যাবলী ক্ষমতাভিত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী না হয়ে পরামর্শমূলক হবে। প্রতিটা কাজের মধ্যে শিক্ষা ও আদর্শ ফুটে উঠতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের সাথে কাউন্সিলরদের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠে; সাধারণ মানুষ কাউন্সিলরদের শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পর কমিটি শপথ গ্রহণের জন্য একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের নির্বাহী অফিসার বা কমপক্ষে সমপর্যায়ের কোনো ম্যাজিস্ট্রেট/বিচার বিভাগের বিচারক/কলেজের অধ্যক্ষ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটির প্রত্যেককে যৌথভাবে শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

শপথবাক্য: আমি আমার ধর্মগ্রন্থের উপর আস্থা রেখে আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে শপথ করে বলছি যে, আমি আমার কর্ম ও চিন্তা দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ, লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের মঙ্গলের জন্য ও শিক্ষা-সেবা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য কাজ করে যাব। দেশপ্রেম রক্ষা করবো। সব সময় নিজেকে অহিংস রাখবো। ‘শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট’-এর আদর্শ সমুন্নত রাখবো। আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তা আমার সহায় হোন।

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

১. সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। সমাজের মানুষকে জনে জনে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সুশিক্ষা বেগবান করা। সাধারণ মানুষকে জনে জনে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশসাধন করা। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলনে শিক্ষার জন্য ত্রি-পক্ষিয় সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিটা পক্ষকেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। বিশেষভাবে অভিভাবকমহলকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে শিক্ষা ও শিক্ষার মান নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো। স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে ‘ফুল-টাইম স্কুলিং’ ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাওয়া। শিক্ষক ও অভিভাবকমহলকে বুঝিয়ে শিক্ষায় সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শ ফিরিয়ে আনা। অভিভাবকদের বুঝিয়ে প্রতিটা ছাত্রছাত্রীকে স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠানো। শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া। এলাকায় জীবনমুখী, মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২. স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত করা। শিক্ষা-সচেতনতা ও উন্নত চিন্তাধারা আনয়নে নিয়মিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ড্রাগ এবিউজ ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা। সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। প্রতি মাসে/দুই মাস পর পর শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় একজন ইসলামিক স্কলারকে এনে এলাকার সাধারণ মানুষকে নিয়ে ইসলামে মানবিকতা ও জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। এতে ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে ও সামাজিক শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে।

৩. স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের মানুষের সামাজিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা।

৪. গরিব, নিঃস্ব, পীড়িত, অসহায় ও মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। শ্রেণিভেদে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন স্বল্পকিস্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা (ব্যক্তির আয়-রোজগার সৃষ্টিকারী সম্পদ তৈরি করে দেওয়া)। আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলা।

৫. সমাজের সচ্ছল সদস্যদেরকে অনুপ্রাণিত করে তাদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি গঠন করার পরামর্শক হিসাবে কাজ করা। কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানি পরিচালিত হবে। কোম্পানির সাথে ট্রাস্টের কোনো আইনগত সম্পর্ক থাকবে না। কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজে মনোযোগী হওয়ার ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোম্পানির বাৎসরিক লাভের পনেরো শতাংশ তাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রাখতে পারে। এছাড়া আইন অনুযায়ী কোম্পানি লাভের পনেরো শতাংশ 'কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পনসিবিলিটি'র জন্য 'শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের উন্নয়ন ফান্ড'-এ অবদান রাখবে। শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট এ ফান্ড ও অন্য আরো ফান্ড ব্যবহার করে সমাজ-উন্নয়নমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান ও সেবাধর্মী কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে 'শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট'-এর 'একাডেমিক কাউন্সিল' এবং 'প্যানেল অব এ্যাডভাইজরস' বিনা ফি-তে কোম্পানি গঠন ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেবে।

কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রসঙ্গ কথা: শিক্ষা-সেবা সমাজের কাউন্সিলররা সমাজের আওতাধীন প্রত্যেকটা পরিবারের প্রধানকে আলাদাভাবে বা গ্রুপে-গ্রুপে ভাগ করে সম্মিলিতভাবে সকলকে শিক্ষার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। তাদের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলবেন। শিক্ষায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আনতে বলবেন। ছেলেমেয়েরা নামমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায় (কখনো উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার আশায়) এবং পরে যে কোনো সময় ঝরে যায়– এরকম যেন না হয়, সেসব কথা বলবেন এবং বিষয়টি ভালোভাবে তদারকি করবেন। ছেলেমেয়েদের জন্য পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন। অভিভাবকমহলকে ছেলেমেয়েদের প্রতি সুশিক্ষার জন্য সতর্ক হতে বলবেন। ছেলেমেয়েদের প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রেখে আন্তরিকতা ও স্নেহ-মমতা দিয়ে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবকমহলের– সেকথা বুঝিয়ে বলবেন। স্কুল লেখাপড়া ও শিক্ষা শেখার জায়গা, বাড়িতে টিউটর রেখে নয়– তা অভিভাবকদেরকে বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটা অভিভাবক স্কুল/মাদ্রাসার শিক্ষকদের কাছে গিয়ে শিক্ষকদেরকে সম্মানের সাথে যেন বলে যে, স্কুলেই শিক্ষার কাজ যথাসম্ভব শেষ করে দিতে হবে, বাড়িতে কিছু বাড়ির কাজ দিতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষায় অমনোযোগী হলে শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য অভিভাবকদেরকে ডাকবেন এবং সার্বক্ষণিক সহযোগিতা চাইবেন। 'ফুল-টাইম স্কুলিং' যাতে চালু করা যায় সে চেষ্টা করবেন। প্রাইভেট কোচিং যেন দিনে দিনে বন্ধ হয়ে যায়, অভিভাবকমহলকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলবেন। প্রাইভেট কোচিংয়ের জন্য অভিভাবককে আতিরিক্ত টাকা পকেট থেকে গুনতে হয়, যা

স্কুলেই শিক্ষকদের শেখানোর দায়িত্ব– তা বোঝাতে হবে। কাউন্সিলররা প্রত্যেক অভিভাবককে শিক্ষা-সচেতন করে তুলবেন। ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখলে তার পরিবারের উন্নতি হবে, এটা বোঝাবেন। এ বিষয়ে কোনো অভিভাবকের সাথে কোনো তর্ক বা বিবাদে জড়াবেন না। মূল কথা হলো– জনসাধারণের টাকাতেই শিক্ষকেরা জনসাধারণের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সেবা দাতা। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক শিক্ষা-সেবার কাস্টমার। কাস্টমার তার শিক্ষা-সেবা শিক্ষাদাতার কাছ থেকে বুঝে নেবেন। শিক্ষক বেতন নেওয়ার পরও দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে আলাদা কোচিং ব্যবসা ফাঁদবেন– এটা নৈতিকতার বিচারে মেনে নেওয়া যায় না। তাই সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে শিক্ষাপ্রশাসনের মাধ্যমে শিক্ষকদের টিউশনি বন্ধ করা ও দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করার কথা বার বার বললেও বাস্তবে কোনো সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয় না। সরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কাউন্সিলররা গেলে অধিকাংশ শিক্ষক তাদের পরামর্শ আমলে নাও নিতে পারেন। শিক্ষকদের কাজের জবাবদিহিতা ছাড়াই ও ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর জন্য বেশি সময় না দিয়েই বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য কাউন্সিলরদের কথা অনেক শিক্ষকই বাড়তি ঝামেলা হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ফলে যত ভালো কথাই হোক, পরিবর্তনের কথা বললেই সেগুলোকে সহজে মেনে নিতে চাইবে না। এটাই বাস্তবতা। সেক্ষেত্রে কাউন্সিলররা অভিভবকমহলকে ব্যবহার করতে পারেন। অভিভাবকমহল সতর্ক-সচেতন হলে অভিভাবক-শিক্ষার্থী শিক্ষকদের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষা-সেবা পাবার বৈধ অধিকার সম্মানের সাথে আদায় করে নিতে পারবেন। এতেও শিক্ষক ও অভিভাবক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ সহাবস্থান বজায় থাকবে। আগলটা একবার ভাঙতে পারলেই কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণের তুলনায় অভিভাবকদেরকে সচেতন করে শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ সহজ ও টেকসই।

কাউন্সিলররা তাদের মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে কয়েকজনের সমন্বয়ে 'উইজডম গ্রুপ' নির্বাচন করতে পারে। 'উইজডম গ্রুপ' প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন স্কুল-মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদেরকে বাস্তবজ্ঞান, সামাজিক নীতিকথা, সফ্‌টস্কিল্‌স সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার মাধ্যমে শেখাতে পারে।

কাউন্সিলররা তাদের আওতাভুক্ত স্কুল-মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষকদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার মান উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলতে পারেন। তারা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক– ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে পারেন। বুঝতে হবে, বর্তমান সমাজে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক মজবুত না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হচ্ছে। তাদের আওতার মধ্যে হাই-স্কুল থাকলে সেখানেও যাবেন। শিক্ষকদেরকে বলবেন, শিক্ষাদান যেন যে-ভাবেই হোক ছাত্রছাত্রীদের মনে সুচিন্তা ও সুস্থ ভাবের উদ্রেক করে। যত তাড়াতাড়ি হোক ভাষাটা ভালোভাবে পড়তে, লিখতে, ও বলতে পারতে হবে। আমি শুদ্ধ ভাষার কথা বলছি। বাংলা হোক আর ইংরেজিই হোক– অবস্থা ভালো না। চতুর্থ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কুল-মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রতি সপ্তায় তিন দিন, প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে নৈতিকতা, মানবিকতা, মূল্যবোধ, আর্ত-মানবতার সেবা, সততার উপর আলাদাভাবে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে শিক্ষকদেরকে অনুরোধ করবেন। এছাড়া শিক্ষকরা এদেরকে জীবনমুখী

শিক্ষা যেমন– টয়লেট ব্যবহার, থুথু ফেলা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, নেশার পরিণতি, বড়দেরকে সম্মান করা, সামাজিক লৌকিকতা, নম্রতা-ভদ্রতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা, সময়ের মূল্য দেয়া, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার, ড্রাগ এবিউজ, সচ্চরিত্র গঠন, শিক্ষিত পরিবেশ গঠন প্রভৃতিও ব্যবহারিকভাবে ক্লাসে শেখাবেন। সামাজিক শিক্ষার উন্নয়নে তাদের দায়িত্বের কথা বলতে পারেন। সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা তুলে ধরতে পারেন। তাদেরকে সমাজসেবার কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। প্রয়োজনে শিক্ষার উন্নয়নে থানা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তার সাহায্য-সহযোগিতা নিতে পারেন।

শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের আওতাভুক্ত প্রতিটা স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। স্কুলে বসিয়েই ছাত্রছাত্রীদের যথাসম্ভব শেখাতে হবে। কিন্তু শিক্ষকদের আয়-রোজগার কমের অজুহাতে টিউশনি ও কোচিংয়ের রমরমা ব্যবসাকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সমাজ থেকে এ অপ-চর্চা উচ্ছেদ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের অধিক সময় স্কুলে ধরে রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত পাঠ দেওয়া ও সাথে সাথে ক্লাস-মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে দুইবার টিফিনের ব্যবস্থা করা যায়। স্কুল-মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা করার ব্যবস্থা করা যায়। স্কুলে লেখাপড়া ভালোমতো ও নিয়মমতো হলে, অভিভাবকমহল সচেতন হলে টিউশনি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। কাউন্সিলররা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে ছাত্রছাত্রীদের নোট ও গাইড বই স্কুলে পড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলবেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন ও পড়ানোর ধরন এমন হবে যে, ছাত্রছাত্রীদের যেন নোট ও গাইড বই পড়ার দরকার না হয়। বর্তমানে ড্রাগ-এবিউজ সমাজে টীন-এজারদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। কাউন্সিলররা শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবেন। আমরা জানি, একটা সমাজে সুশিক্ষা ক্রমশ বিস্তার লাভ করলে কুশিক্ষাও ক্রমশ দূরে সরে পালায়।

কাউন্সিলররা আওতাভুক্ত প্রতিটি মাদ্রাসাতে যাবেন। মাদ্রাসা-পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যাতে লেখাপড়া শিখে তার পরিবারে ও সমাজে অবদান রাখতে পারে সেমতো শিক্ষকদের অনুরোধ করবেন। ছাত্রছাত্রীরা যেন বিজ্ঞান ও ব্যবসামুখী উচ্চশিক্ষা নিয়ে কিংবা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সেকথা বুঝিয়ে বলবেন। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন অফিসে চাকরিতে তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশবাসীকে ভালো সেবা দিতে পারবে এবং এর বিনিময়ে হালাল রুজি রোজগার করতে পারবে। এছাড়া জনসেবার জন্য পরকালের মুক্তি নিশ্চিত হবে– এসব কথা বুঝিয়ে বলবেন। দেশবাসীও অফিসের ভালো সেবা পাবে, ঘুষ-দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে পারবে, ভোগান্তি দূর হবে। ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্যবসা করলে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে। উপার্জিত টাকা থেকে গরিব-অভাবীদেরকে দান-খয়রাত করে পরকালের মুক্তি অর্জন করতে পারবে। সদকায়ে জারিয়াও করতে পারবে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে পারবে। ব্যবসাতে যদি ধার্মীক, চরিত্রবান, সৎ লোক চলে আসে, সাধারণ মানুষ যার-পর-নাই উপকৃত হবে। ওজনে কম নিতে হবে না, ভেজাল জিনিষ খেতে হবে না, ব্যবসায়ীদের থেকে প্রতারিত হতে হবে না। কালোবাজারী, মজুতদারী, সিন্ডিকেটের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। কর্মক্ষেত্রে ও বিভিন্ন পেশায় যত সৎ,

সুশিক্ষিত ও ধার্মীক লোক এসে যোগ দেবে, সমাজে তত শান্তি ফিরে আসবে। ঝামেলা, ফ্যাসাদ, দ্বন্দ্ব, হানাহানি তত দূরে সরে পালাবে। – এসব কথা কাউন্সিলররা মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে বুঝিয়ে বলবেন। আরো বলবেন, ধর্মকে পেশা বানানো ঠিক না। প্রতিটা মুসলমানেরই ধর্মের পাশাপাশি একটা কর্মের পেশা থাকা জরুরী। প্রত্যেকে ভদ্রভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরবেন। কারো সাথে তর্কে জড়াবেন না।

উল্লেখ্য যে, 'আল উমাবা মেমোরিয়াল দাখিল মাদ্রাসা' এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়নে একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। অন্যান্য স্কুল-মাদ্রাসা এ মডেল একাডেমিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এ মডেল একাডেমিতে প্রতি শ্রেণিতে বড়জোর পঁচিশ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীকে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে হবে। কাউন্সিলররা সে-সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলবেন।

শিক্ষা-সেবা সমাজের সকল কাউন্সিলরের একটা বড় দায়িত্ব হলো সমাজের নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলোকে শিক্ষার আলো দেওয়া। সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই সামাজিক শিক্ষার অভাবে সমস্ত সামাজিক অপরাধ, অব্যবস্থা, মারামারি, হানাহানি যার-পর-নাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছাড়াও বিদ্যমান সমাজ ও সমাজব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নেয়। সমাজে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, অবিচার বিরাজমান থাকলে সেগুলোই ছাত্রছাত্রীরা বেশি শেখে। আমাদের দেশে শিক্ষামানের অবনতির মূল কারণ এখানে। এটা একটা দুষ্টচক্র। তাই সমাজে বসবাসরত মানুষগুলোকে সুশিক্ষার ছায়াতলে আনতে হবে। এজন্য শিক্ষা-সেবা ট্রাষ্টের অফিস প্রাঙ্গণে অথবা বিভিন্ন মসজিদ/মাদ্রাসায় মানুষগুলোকে দলে দলে ভাগ করে অবসর সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটা মানুষকে অন্তত দৈনিক পত্রিকা ভালোভাবে পড়তে পারা ও বোঝায় সক্ষম হতে হবে। এছাড়া সাধারণ মানুষকে ভালো গুণ অর্জনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রতিটা গ্রুপে পঁচিশ থেকে ত্রিশ জন করে ভাগ করে সমাজের প্রতিটা পরিবারকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। প্রতি দুই বা আড়াই মাস পর পর প্রতিটা গ্রুপের প্রশিক্ষণের পালা আসবে। সমাজের নারী পুরুষ উভয়কেই প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয় হবে মানুষের সুস্থ মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষা-সহায়ক বিষয়, যেমন– স্বাস্থ্য শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ, আত্মসচেতনতা, সততা, পরোপকারের গুরুত্ব, নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, সামাজিক শিক্ষার উপকারিতা, প্রতিহিংসার পরিণতি, প্রতিটা মানুষের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব, সন্তানদেরকে সুশিক্ষিত করার সুবিধা, ধর্ম পালনের ভালো দিক, বাপ-মা ও নারীর মর্যাদা, সফটস্কিলস ইত্যাদি ইত্যাদি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অধিকাংশ মানুষকে ভালো পথে আনা সম্ভব– এ চিন্তা কাউন্সিলরদের মাথায় দানা বাঁধতে হবে।

কাউন্সিলররা মাঝে-মধ্যেই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের প্রতিটা লোককে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে, নিজেরাও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেবে। স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলবে। স্বাস্থ্যসেবা দেবে।

সাধারণ মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য সমাজে যদি কোনো যোগ্য লোক থাকে, তাকে নেয়া যেতে পারে। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কোনো সরকারি, বেসরকররি

ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে আনা যেতে পারে। পার্শ্ববর্তী কোনো কলেজের শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে আনা যেতে পারে। কাউন্সিলররা প্রতিটি মসজিদের ইমামকে অনুরোধ করতে পারেন নামাজের দিন খুৎবা দেয়ার আগে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিৎ, প্রতিহিংসার পরিণতি, অজ্ঞতার পরিণতি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্য-সেবা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব, একজন মুসলমানের আরেকজন মুসলমানের প্রতি দায়িত্ব, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর দায়িত্ব, গরিব-দুঃখীকে দানের সাওয়াব, সমাজসেবা সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, সমাজসেবকের ইহকাল ও পরোকালের প্রাপ্তি, দুনিয়ার সমস্ত ন্যায়-কাজ ও পেশাগত সমস্ত কাজও ইবাদতের অংশ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তৃতা দিতে। মসজিদের ইমামকেও সমাজসেবার জন্য কাউন্সিলর হিসাবে সাথে নিতে পারেন।

এক সময়ে গ্রামের স্কুল থেকে লেখাপড়া করে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী বোর্ডের পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান করে নিত। অফিস-আদালতের বড় বড় পদে গ্রাম থেকে এসে স্থান করে নিত। সে দিন আজ কোথায় গেল! অর্থাৎ বর্তমানে গ্রামের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া ভালোমতো হচ্ছে না, সামাজিক পরিবেশও খারাপ হয়ে গেছে। তাই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মেধার বিকাশ না ঘটাতে পেরে অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের ভাবনার উদ্রেক আদৌ করাচ্ছে না। বিষয়গুলোকে কাউন্সিলররা সমাজে ভালোভাবে প্রচার করবেন। আমাদের বাস্তব দশা ও ভুলগুলোকে ধরিয়ে দেবেন। ভালো কথা বলা, ভুলগুলোকে ভালোভাবে ধরিয়ে দেবার লোক বর্তমান সমাজে নেই বললেই চলে। কাউন্সিলরদেরকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

যে কোনো পর্যায়ের যে কোনো কাজে কাউন্সিলররা সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যা, তর্ক, অবিচার ও অনৈতিকতার উর্ধে থাকবে। কারো কোনো সম্পদ ব্যবহার করলে তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাকে ধন্যবাদ জানাবে। শিক্ষা, ত্যাগ, সততা, মানবতা, সমাজসেবা কাউন্সিলরদের পাথেয়। ট্রাস্ট অফিসের পাশে কিংবা দৃষ্টিপথের কোথাও ব্যানার আকারে লিখে রাখবে, 'মানুষের জন্য মানুষ'; কিংবা 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'; কিংবা 'মানব সেবাই উৎকৃষ্ট ইবাদত'; কিংবা এমনই অর্থপূর্ণ আরো অনেক কিছু।

ট্রাস্টের জমিতে একটা স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক ও একটা কমিউনিটি পাঠাগার তৈরি করতে হবে। কাউন্সিলররা ঐ ক্লিনিককে অবলম্বন করে সমাজে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য সেমিনার, হাতে কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সার্বিক বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাহায্য-সহযোগিতা নেবে। স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য একজন টেকনিশিয়ানকে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লিনিকের জন্য নিয়োগ দেয়া যায়। সে আওতাধীন এলাকার প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে মাসব্যাপী রক্তের প্রেসার পরিমাপ করবে, প্রয়োজন হলে রক্তে সুগার পরীক্ষা করবে। সে মিশুক প্রকৃতির হবে। স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে মুখটা সবার জন্য খোলা রাখবে। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে। মানুষকে স্বাস্থ্য-সচেতন করে তুলবে। নামমাত্র নির্ধারিত ফি নেবে। এভাবে আদায়কৃত অর্থ ক্লিনিকের ফান্ডে তারিখ ও দাতার নাম অনুযায়ী জমবে। এখান থেকে মাস গেলে তার বেতনের সংস্থান হবে। অতিরিক্ত টাকা ক্যাশিয়ারের তত্ত্বাবধানে ফাণ্ডে থাকবে। টেকনিশিয়ান এলাকার মানুষের নাম, বয়স ইত্যাদি কম্পিউটারের ডাটা-সীটে সংরক্ষণ করবে। প্রতিদিন কাজ শেষে ফিরে প্রেসারের মাপ ও সুগার লেভেল

কম্পিউটারে সংশ্লিষ্ট নামের বিপরীতে পোস্টিং দেবে। মানুষের স্বাস্থ্য-ইতিবৃত্ত জনে জনে রক্ষা করবে। এই রেকর্ড পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য কিংবা অন্য কোনো বিচার-বিশ্লেষণের জন্য কাজে লাগবে। কাউন্সিলররা উপজেলা বা জেলার কোনো মানবহিতৈষী এক বা একাধিক ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যিনি বা যারা সপ্তাহে একেক দিন ক্লিনিকে এসে বিনা ফি-তে বা নামমাত্র ফি-তে রোগী দেখবেন। এতে সাধারণ মানুষ যার পর নাই উপকৃত হবে।

সমাজ থেকে বই পড়ার অভ্যাস উঠে গেছে। এতেও বোঝা যায় মানুষ খারাপ কোনো অভ্যাসের দিকে ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে। সামাজিক পরিবেশকে ভালো পথে আনতে গেলে বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করার বিকল্প নেই। অনেকেই বলবে, ‘সময় নেই’। আসলে বিষয়টা তা নয়। বই পড়ার অভ্যাস নেই, রেওয়াজ নেই– এটাই সত্য। কমিউনিটি পাঠাগারে সকল শ্রেণির মানুষের উপযোগী ধর্মের বইসহ সব রকমের বই থাকবে। সাধারণ মানুষ পাঠাগারে এসে অবসর সময়ে বই পড়বে, দৈনিক পত্রিকা পড়বে। পাঠাগারের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আলাদাভাবে প্রতি বছর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়। এতে কয়েক বছরের ব্যবধানে সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার স্পৃহার বিস্তার ঘটবে। কাউন্সিলররা নিজ উদ্যোগে পাঠাগারের বই সংগ্রহ করতে পারেন। এর পাশাপাশি ট্রাস্ট জাতীয় পর্যায়ে বই সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেবে এবং কমিউনিটি পাঠাগারে বই সরবরাহ করবে।

কাউন্সিলররা ট্রাস্টের জমিতে একটি টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করবে। সেখানে অত্র এলাকার সকল শ্রেণির মানুষের ট্রেডভিত্তিক টেকনিক্যাল ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা করবে। সমাজের মানুষকে টেকনিক্যাল শিক্ষায় আকৃষ্ট করবে। কম ফি-তে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেবে। এ বিষয়ে তারা উপজেলা/জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং তাদের সহযোগিতা নেবে। শিক্ষা-সেবা কাউন্সিলরদের তত্ত্বাবধানে আদায়কৃত ফি ট্রেইনার পারিশ্রমিক হিসাবে পাবেন।

শিক্ষা-সেবা কাউন্সিলররা তার এলাকার প্রতিটা পরিবারকে স্ব-উদ্যোগে তালিকাভুক্ত করবে। ডেমোগ্রাফিক তথ্য রাখবে। কে গরিব-নিঃস্ব, কার আয়-রোজগারের কেউ নেই, কে কেমন অসুস্থ খোঁজ নেবে। কার আর্থিক অবলম্বন নেই দেখবে। কার পেশা পরিচালনায় কর্ম-হাতিয়ার (টুলস্) নেই সেগুলো খুঁজে বের করবে। এসব শ্রেণির লোকদেরকে তালিকা তৈরি করে ছয় মাস পর পর পর্যায়ক্রমে ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য নগদ সাহায্য এবং কর্ম-হাতিয়ার ইত্যাদি কিনে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে একটা শিক্ষা-সেবা সভার মাধ্যমে দিতে পারে। এতে এই শ্রেণির লোক, যারা সামাজিক শোষণের প্রত্যক্ষ ও নির্মম শিকার, টিকে থাকার অবলম্বন পাবে। আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে– যেন কেউ বিনা সুদে আর্থিক সহায়তা নিয়ে অন্য কোথাও সুদে টাকা খাটাচ্ছে কীনা। শিক্ষা-সেবা কাউন্সিলররা সাধারণ মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাকে উপার্জনে সক্ষম করে তুলবে। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে যে, আর্থিক সহায়তা গ্রহণকারী যেন প্রাপ্ত সহায়তার অপব্যবহার না করে। সেখান থেকে স্বল্প কিস্তিতে আসল টাকা ফেরত নিয়ে আবার অন্য কাউকে আর্থিক সহায়তা করা যায়।

তৃতীয় যে কাজটার কথা এর আগে ‘কার্যক্রমের উদ্দেশ্য’ শিরোনামে লেখা হয়েছে, তা

হচ্ছে– সমাজের অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী লোকগুলোকে বুঝিয়ে এলাকার কাঁচামালের উপর নির্ভর করে ছোট ছোট শিল্প ও সেবাধর্মী কোম্পানি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। একটি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিতে সর্বাধিক পঞ্চাশ জন মালিক হতে পারে। এক্ষেত্রে কোম্পানি যদি একজন সৎ ও যোগ্য ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে এবং শিক্ষা-সেবা কাউন্সিলররা যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তবে কোম্পানির মালিকদের/পরিচালকদের পক্ষে লাভজনকভাবে কোম্পানি পরিচালনা করা অতি সহজ। এ প্রচেষ্টার সফলতা গ্রাম-বাংলার অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। অনেক বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গ্রাম-গঞ্জের জনগোষ্ঠীকে টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা আগেই বলা হয়েছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রমশই ঐদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই দেশটা একদিন-না-একদিন শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

ওয়ার্কিং কাউন্সিলররা স্ব-উদ্যোগে দ্রুত গতিতে নিজে কাজ করবে, নিজস্ব পরিকল্পনা নিজেরাই বাস্তবায়ন করবে এবং যতটুকু পারা যায় উপজেলা/জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অফিসের সাহায্য-সহযোগিতা নেবে। কোনোভাবেই তাদের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, একটা নষ্ট-হয়ে-যাওয়া সমাজ, সমাজের অশিক্ষিত-কুশিক্ষিত, লুটেরা রাজনৈতিক শিক্ষায় ট্রেইনিংপ্রাপ্ত মানুষজন নিয়ে ভালো কিছু করা প্রথমেই অতটা সহজ নয়। সমাজের কোনো একটা সুশিক্ষিত অংশ যতই ভালো কিছু করুক না কেন– শতেক দোষ আবিষ্কার করে, পাল্টা প্রতিপক্ষ তৈরি করে, মুখে কালিমা লেপে সমাজচ্যুৎ করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় চরিত্রেরই একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সততা ও জ্ঞানের বাতি হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। জয় সুনিশ্চিত। বেশ কয়েক বছর অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে তারপর একটা সুস্থ পরিবেশ আসবে। এ কষ্টটুকু শিক্ষা-সেবা কাউন্সিলরদেরকেই ভোগ করতে হবে। ধৈর্য ধরে অসুস্থ পরিবেশের সাথে মানসিক যুদ্ধ করে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের পুরো কর্মকাণ্ডটাই হবে ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়নের মডেল আকারে এবং সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুগামী একটা সহায়ক উপাদান। এজন্য শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের কার্যক্রমকে মডেল হিসাবে গণ্য করে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশের ব্যষ্টিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট যে সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলো হলোঃ

- **আল উমাবা মেমোরিয়াল দাখিল মাদ্রাসাঃ** বাংলাদেশ মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একটা ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আরবি, বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান ও জীবনমুখী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়।
- **রাবেয়া বেগম হিফজুল কোরআন একাডেমিঃ** ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছেলে-মেয়েদেরকে ‘কোরআনের পাখি’ গড়ার লক্ষ্যে একটা স্বতন্ত্র হেফজখানা। হেফজকারি ছাত্রছাত্রীদেরও কুরআন হেফজের পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়।

- **কেএসএম শিশু পরিবার:** দুঃস্থ ও অসহায় এতিমদের থাকা, খাওয়া ও শিক্ষার সুবিধাসহ পারিবারিক স্নেহ-মমতায় গড়ে তোলার জন্য একটা আদর্শ এতিমখানা।
- **কেএসএম টেকনিক্যাল ট্রেইনিং একাডেমি:** বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একটা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানে পাঠরত শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা কোর্স এবং এলাকার বেকার ও ছদ্ম বেকারদের জন্য সময় উপযোগী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা। (প্রক্রিয়াধীন)।
- **এএফএম আ. বারী মোল্লা কমিউনিটি লাইব্রেরি:** বিভিন্ন বয়সের মানুষের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং জ্ঞানের বিকাশ সাধনের জন্য কমিউনিটি লাইব্রেরির প্রয়োজন। সুস্থ ও মননশীল চিন্তার বিকাশে এদেশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি, নৈতিকতাসম্পন্ন আদর্শ নাগরিক তৈরি করার জন্য এই কমিউনিটি লাইব্রেরির ব্যবস্থা। (প্রক্রিয়াধীন)।
- **আল্লামা আব্দুল মোতালেব কমিউনিটি ক্লিনিক:** এলাকার মহিলা, শিশু ও বয়ঃবৃদ্ধদের সাধারণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য কমিউনিটি ক্লিনিক। এছাড়াও গরিব ও অসহায় এলাকাবাসীর জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা। (প্রক্রিয়াধীন)।
- **কেএসএম যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখার লক্ষ্য নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালিত। এলাকার বেকার ও কর্মজীবি যুবক-যুবতীদের জন্য সামাজিক শিক্ষা, সফ্‌টস্কিল্‌স ডেভেলপমেন্ট, জীবন ও কর্মমুখী অনুপ্রেরণামূলক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে সক্ষম জনশক্তি গঠন এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। (প্রক্রিয়াধীন)।
- **আর্থিক সহায়তা কেন্দ্র:** বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে গরিব, অভাবী, দুঃস্থ, এতিম, রোগাক্রান্ত, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থ-সম্পদ দান করা এবং সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা দিয়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত মানুষকে কর্মমুখী করে তোলা (অর্থাৎ তাদের জন্য আয়-রোজগার উপার্জনে সক্ষম সম্পদ তৈরি করে দেওয়া) এ আর্থিক সহায়তা কেন্দ্রের অন্যতম কাজ।

অর্থসংস্থান: প্রাথমিকভাবে অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ তার পৈত্রিক সম্পত্তি ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অর্থ ট্রাস্টের নামে দান করেন। জনাব মো. মোস্তফিজুর রহমান, জনাব মো. ফয়েজউল্লাহ মোল্লা ও জনাব মো. মাহাবুব আলম (উজ্জল) তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির একটা অংশ ট্রাস্টের নামে দান করেন। ট্রাস্ট-তহবিলে দানকৃত নগদ অর্থ এবং সাধারণ মানুষের নগদ অনুদান ব্যবহার করে জলাশয় ভরাট ও প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ করা হয়।

বর্তমানে সমাজের সাধারণ মানুষ, সচ্ছল ও বিত্তবানদের মাসিক দান, এককালীন দান, কাউন্সিলরদের মাসিক চাঁদা, আদায়কৃত জাকাত, সাদকায়ে জারিয়া, ট্রাস্টের জমি হতে আয়, আদায়কৃত ফসল, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফি, ট্রাস্টের নামে মাসভিত্তিক আদায়কৃত চাঁদা ইত্যাদি অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস– যা ব্যবহার করে ট্রাস্টভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নৈমিত্তিক খরচ নির্বাহ করা হয়।

(আপনিও কোনো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, খোলা মনে আর্ত-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে পারেন। আপনার দানও মানব কল্যাণে কাজে লাগবে। পরকালে মুক্তির অসিলা করে দেবে ইনশাআল্লাহ।)

ওয়ার্কিং কাউন্সিল প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার শিক্ষা-সেবা সমাজের আয়-ব্যয়ের হিসাব ওয়ার্কিং কমিটির কাউন্সিল মিটিংয়ে অবশ্যই উপস্থাপন করবে। হিসাবের প্রমাণ (ডকিউমেন্ট) রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বাৎসরিক হিসাব তৈরি করবে। প্রতিটা লেনদেনের স্বচ্ছতা বজায় রাখবে। বাৎসরিক হিসাবের একটা কপি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে বছর শেষ হবার দেড় মাসের মধ্যে জমা দেবে। ট্রাস্টি বোর্ড প্রয়োজনে হিসাবের ইন্টারনাল অডিট করবে।

ওয়ার্কিং কাউন্সিলরদের তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে এক বা একাধিক ব্যাংক হিসাব থাকবে। সমস্ত লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে। তিন জনের মধ্যে যে-কোনো দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষা-সেবার কাউন্সিলররা নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট/প্রতিষ্ঠানের নামে লিখিত রশিদ প্রদানের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা কিংবা অনুদান সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে এককভাবে কোনো টাকা সংগ্রহকে নিরুৎসাহিত করা হবে। কাউন্সিলররা শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের সকল কাজ ও আর্থিক লেনদেনে সচ্ছতার পরিচয় দেবে।

আসুন কল্যাণের পথে; থাকুন ট্রাস্টের সাথে: কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট ধর্মীয় নির্দেশনা ও বিধি মোতাবেক সুশিক্ষিত সমাজ গড়া, সমাজসেবা, সমাজকর্ম ও মানবকল্যাণ করার একটি এলাকাভিত্তিক প্লাটফরম। ট্রাস্টে উল্লিখিত কার্যাবলীর মাধ্যমে অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যায়। এসব সামাজিক দায়িত্ব পালনও মুসলমানদের ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলমান ধর্মানুসারীরা যে সমাজেই থাক, অনেকেই নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত পালনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইবাদত করে। কিন্তু এই ইবাদতের প্রতিটা কাজে ও ধর্ম পালনে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া জীবন-জীবিকা পরিচালনার অনেক সামাজিক শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনার নির্দেশনা আছে, যা উপেক্ষিত রয়ে যায়। যেগুলো ইবাদত করতে বলার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যের কাজগুলোকে সামাজিক নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, যা মানব সভ্যতাকে দুনিয়াতে টিকিয়ে রাখার সহায়ক বা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কমই চিন্তা-ভাবনা করি। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন।

ইবাদত একটা ব্যাপক বিষয়, যা ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের যাবতীয় কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর নির্দেশিত ইহলৌকিক কর্মজগৎ ও পরোলৌকিক বিশ্বাসকে নিঃশর্তভাবে পালন করাই হচ্ছে মূলত ইবাদত। আমরা অনেকেই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিনে, ভেবেও দেখিনে। ইবাদত যে প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারই সৃষ্ট সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করা ও নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা– এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

নামাজ কায়েমকে বলা হয় সবচে বড় ইবাদত। প্রশ্ন আসতে পারে নামাজের উদ্দেশ্য কি?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম করো (সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো); সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; আর আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ; আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।’ (আনকাবুত:৪৫)। তাই আল্লাহর স্মরণই (জিক্‌র) শুধু নামাজের উদ্দেশ্য নয়, দুনিয়ার সকল ভালো কাজ করা এবং অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখাটাও নামাজ কায়েমের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নামাজের মধ্যেও মানুষকে ‘কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে’ নির্দেশনা বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো ও আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো।’ (বাকারাহ:২০১)। একজন মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তার শেখানো এই দোয়া করবে, তখন দুনিয়ার কল্যাণ কীসে হয় তাকে জানতে হবে। এ আয়াত দুটোকে একসাথে পড়লে বোঝা যায়, সকল সৎকাজে দুনিয়ার কল্যাণ। কীভাবে কল্যাণ অর্জন হয় তাও তাকে বুঝতে হবে, চর্চা করতে হবে। এখানে পরকালের কল্যাণের আগে দুনিয়ার কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। এরও একটা গূঢ় তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। কারণ ইহকালের কল্যাণের উপর পরকালের কল্যাণ নির্ভর করে। তাই কোন কোন কাজে দুনিয়ার কল্যাণ, তা জানা ও বোঝাটা জরুরি। আমরা এটা ভেবে দেখিনে কেন? দুনিয়ার অস্তিত্ব ও কর্ম আছে বলেই পরকাল আছে, এটা বুঝতে চাইনে কেন? দুনিয়ার কর্মকে অস্বীকার করা মানে প্রতিপালকের দুনিয়া-সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বুঝতে না পারা, পরকালের মুক্তির পথকে সংকুচিত করে ফেলা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমরা এ দুটি অযথা সৃষ্টি করিনি কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।’ (দুখান:৩৮,৩৯)। কুরআনের এ আয়াত ও এমন আরো অসংখ্য আয়াতে প্রমাণ দিচ্ছে যে, পৃথিবী সৃষ্টি ও মানব জাতি সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা কী? আমরা সেই উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়ে চলছি কি না; নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ছাড়াও নির্দেশনা মোতাবেক দুনিয়ার কাজ করছি কি না?

কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের কল্যাণে বেশ কিছু কাজ ও চিন্তাধারার কথা বলে, যার পুরোটাই ইবাদত।

ধর্মের ব্যাপ্তি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ঘিরে। সৃষ্টিই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা ব্যাপ্ত। ধর্মের আওতা অধিকাংশই ইহলৌকিক কর্ম ও চিন্তা-চেতনা। সৃষ্টিকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার সুবিন্যাস্ত কর্মপ্রচেষ্টা। সৃষ্টি ও প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখতে যত নিয়মকানুন তা ধর্মীয় গ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মের মূল উপজীব্য। ধর্মীয় গ্রন্থ (কুরআন) একটা মৌমাছি থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে সবই ধর্মের আওতা। আমরা না-বুঝে ধর্মের আওতাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে ফেলেছি। সৃষ্টিকে নিয়েই ধর্মের মূল আলোচনা। সৃষ্টি না থাকলে ধর্ম থাকে না। সৃষ্টির পরিচালনা, পরিবেশ রক্ষা, সৃষ্টির কল্যাণ, সৃষ্ট জীবের পারস্পরিক অবস্থান, কর্মপদ্ধতি, কর্মের আওতা, কর্মের আদেশ-নিষেধ, সৃষ্টজগৎকে জানা ও পরিচালনার জন্য শিক্ষা, ভাবনা-চিন্তার পরিধি এবং পরকালের জীবন ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু। ধর্মের এমন কোনো কথা নেই যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

ধর্মের মূলও ইহকালের কর্ম ও চিন্তা-চেতনা এবং পরকালের বিশ্বাসের মধ্যে প্রথিত। ইহকালের কর্ম ও চিন্তা-চেতনা ধর্মের প্রধান অবলম্বন। ধর্মের মূল কাজগুলোই ইহকালের, পরকালে কোনো কাজ নেই, শুধু কর্মফল ভোগ। ধর্মবিশ্বাস ও পরকালের পুরস্কারের ব্যবস্থা ও তিরস্কারের ভয় না থাকলে সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার অনুকূলে কাজ-কর্ম থাকতো না। মানুষ তার খেয়াল-খুশিমতো ব্যক্তিস্বার্থে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজে মনোনিবেশ করতো। এতে সৃষ্টি টিকে থাকা দুরূহ হতো। স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যহত হতো। স্রষ্টার সন্তুষ্টিতে স্রষ্টার উদ্দেশ্যের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা, স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির সেবা করার জন্য সাহায্য চাওয়া ও প্রার্থনা করা, নিজেকে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই ইবাদত। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতও খোদাকে স্মরণ করার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের সমুদয় কল্যাণমুখী কাজ করা, কল্যাণমুখী চিন্তা করা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যে নিহীত।

আমরা কতিপয় না-বুঝ ধর্মভীরু লোকের অপরিণামদর্শী কথায় ধর্মের আওতার মূল উপজীব্য ও উদ্দেশ্যকে গুটিয়ে শুধু পরকালের প্রতিদান প্রাপ্তির মধ্যে ধর্মকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। ইহকালের উদ্দেশ্যভিত্তিক কর্ম-চিন্তা-চেতনা না থাকলে ধর্ম থাকে কী করে? পরকালে ভালো প্রতিদান প্রাপ্তিই-বা থাকে কী করে? সৃষ্টি ও কর্ম আছে বলেই-না ধর্ম আছে। সৃষ্ট প্রকৃতি, জীবনাচার, ক্রিয়াকলাপ ও সৃষ্ট জগৎ নিয়ে শিক্ষা আছে। সৃষ্টি-কর্মকে ধর্ম থেকে পৃথক করা যায় না, যেমনি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা থেকে ধর্ম শিক্ষাকে আলাদা করা যায় না।

আমরা অজ্ঞতাবশত ধর্মশিক্ষাকে পরকালের বেহেশত নসিবের সংকীর্ণ গলিতে নিবদ্ধ করেছি। কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। শুধু কুরআন ও হাদিস শিক্ষাকে দীনি শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষা) বলছি; আর দুনিয়ার বাকি সকল বিষয়ের শিক্ষাকে নন-দীনি শিক্ষা বলছি। এটা অবাস্তব ও অবান্তর। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সকল পেশাজীবী তৈরির শিক্ষা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও দুনিয়ার সকল শিক্ষা-কর্মকে বাদ দিয়ে দীনি শিক্ষার নামে শুধু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের নিয়ম-নীতি (পরকালের জন্য আনুষ্ঠানিকতা) ও এ সম্পর্কীত মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। এ ধরনের বিভাজন নিতান্তই অমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কুরআন ছাড়া ইসলাম ধর্ম অচল। কুরআনকে ঘিরেই ধর্মের সকল ব্যাখ্যা। কুরআনকে বলা হয় 'আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দেশিকা।' অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'এটি (কুরআন) মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দেশিকা ও উপদেশ।' (আলে ইমরন:১৩৮)। পথনির্দেশিকায় উল্লিখিত সকল বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে পথনির্দেশিকা বোঝা যায় না। সেমতো চলাও যায় না। সেজন্য কুরআনে উল্লিখিত একটা তুচ্ছ মৌমাছি থেকে অকল্পনীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত বিষয়কে ইহকাল ও পরকালের জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা নেওয়াটা ধর্মশিক্ষার আওতাধীন। এর স্বপক্ষে কোরাআন ও হাদিস থেকে অসংখ্য আয়াত ও বর্ণনা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "অসীম করুণাময় (আল্লাহ)। তিনিই কুরআন শিখান। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। (আর) তিনি তাকে শিখান 'বয়ান' (জ্ঞানের আওতায় আসা বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা)।" (আর রহমান:১-৪)। এই সূরার পুরোটা জুড়েই বর্ণনা করা হয়েছে জীবজগৎ ও বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে এবং বার বার বলা হয়েছে, 'অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?' এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন কুরআন ও 'বয়ান' (জ্ঞানের

আওতায় আসা বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা) শেখানোর জন্য। এখানে মানুষ সৃষ্টির আরেকটা উদ্দেশ্যকে (কুরআন শিক্ষা দেওয়া) বলা হয়েছে। 'কুরআন শেখানো' বলতে কুরআনে বর্ণিত শব্দগুলির উচ্চারণ করে পড়াকে বোঝানো হয়নি; কুরআনের আওতা অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগৎ, সকল কর্ম এবং প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত ও অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স) বিষয়ের জ্ঞানকে আহরণ করা, উপস্থাপন করা ও ব্যাখ্যা করাকে বোঝোনো হয়েছে। এখানে ধর্ম শিক্ষার মধ্যে সামুদয়িক শিক্ষা চলে আসে। ধর্ম শিক্ষার মধ্যে সামুদয়িক শিক্ষা না আনলে ইসলামকে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' (কমপ্লিট কোড অব লাইফ) বলি কী করে? কোরআনে বর্ণিত সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও এর কর্মপ্রণালীর সবটুকুই ধর্মের অন্তর্গত- এই সামুদয়িক (অল ইনক্লুসিভ) ব্যাখ্যা যতক্ষণ ইসলামধর্মকে নিয়ে না দিতে পারি এবং ধর্মশিক্ষার আওতা কোরআনে উল্লেখিত সমুদয় সৃষ্টি, জীবন ও কর্মপ্রণালি এবং এর ভালো-মন্দ সম্পর্কীত সকল বিষয়ের শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ এজুকেশন) বলে গ্রহণ করতে না পারি এবং সেমতো কর্ম করতে না পারি, ততক্ষণ 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' বললে চিন্তা, কথা ও কাজে গরমিল ধরা পড়ে। এটা কোনোমতেই কাম্য নয়। এ থেকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতা সম্বন্ধে পুরো ধারণা পেতে পারি এবং বুঝতে পারি, শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতাকে সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ করার কোনো যুক্তি নেই। আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ও জীবিকা অর্জনে কুরআনে উল্লিখিত সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান ভালো পথে কাজে লাগাতে হবে– এটাও ইবাদত। তাই বলতে হয়, স্রষ্টার দেখানো পথে দুনিয়ার সকল চিন্তা, পেশা ও কর্মই ধর্ম ও ইবাদত। পরকালে কোনো ধর্ম নেই, কর্মও নেই, ইবাদতও নেই; শুধু ফলাফল প্রাপ্তি এবং অনন্ত জীবনযাপন।

মনে করুন, আমি একজন ড্রাইভার, গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। গাড়ির সামনে একটা কুকুর ধীরে ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে। কুকুরটার জীবনের কথা ভেবে, ব্রেক করে, কুকুরটাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করলাম। এটা আমার ইবাদত। আমি চাষ কাজ করে নিজের ও সাধারণ মানুষের খাবারের সংস্থান করবো, আমার ইবাদত। টেকনিক্যাল শিক্ষায় কিংবা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবো, একটা পেশাকে বেছে নেবো, বৈধ উপার্জন করবো, সন্তান সন্ততিকে নিয়ে নিজে খাবো। সাধ্যমতো দান-খয়রাত করবো– আমার ইবাদত। সন্তান সন্ততিকে শিক্ষিত করবো; তারা একটা পেশাকে বেছে নিয়ে উপার্জন করবে। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াবে, আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে, সৃষ্টির কল্যাণে কর্ম করবে– তাদের ইবাদত। সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, সৃষ্টির কল্যাণে তাদের কাজ করা– আমার সাদকায়ে জারিয়া। আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করবো, সে যন্ত্র ব্যবহারে মানুষের কোনো কাজ, জীবনযাপন সহজ হয়ে যাবে, সেটা আমার ইবাদত। আমি এলাকাবাসীকে সুশিক্ষার দিকে আহ্বান করবো, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবো, তাদের ভালো কাজে ডাকবো, সাধ্যমতো তাদের সেবা করবো– এটা আমার ইবাদত, আবার সাদকায়ে জারিয়াও বটে। এভাবে দুনিয়ার যাবতীয় সুকর্ম ভাবা ও করা, কাজের মাধ্যমে সৃষ্টির কণ্যাণ করা, এবং কু-কর্ম থেকে বিরত থাকাই ইবাদত। এই ইবাদতের প্রতিদান আল্লাহতায়ালা পরকালে ইবাদতকারীকে দেবেন। আমরা তো নামাজ. রোজা, হজ, জাকাতের আনুষ্ঠানিকতাকে প্রায়োগিক (ব্যবহারিক) দিকের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। নামাজ,

রোজা, হজ, জাকাত– বাস্তব জীবনে, সমাজে ও কাজে প্রায়োগিকতা কোথায়? এভাবে ধর্মের প্রায়োগিক দিক ও কাজ আমরা চিন্তা ও চেতনার মাধ্যমে সমাজের আপামর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছিনে কেন? তাহলেই তো সমাজের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, ইবাদতও হয়, আবার অনেক কাজ সাদকায়ে জারিয়া হয়। আমরা বিষয়টাকে পজিটিভলি নিচ্ছিনে কেন? আমরা ধর্মকে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করছি কেন? আমরা পৃথিবীতে ভালোভাবে শান্তিতে জীবনযাপনের জন্য ধর্মীয় দর্শনকে কাজে লাগাচ্ছিনে কেন? এক্ষেত্রে আস্তিক লোক ছাড়া এগিয়ে আসার আর কে আছে!

তাই আমাদের আহ্বান, আপনি এগিয়ে আসুন। আমরা জীবনের ও সমাজের প্রতিটা ভালো কাজের মধ্যে ইবাদতকে খুঁজি। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের ছায়াতলে আসুন। সবাই মিলে সমাজ ও মানুষের কল্যাণ করি। আপনার জীবন আলোকিত করার দায়িত্ব শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের।

মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফল।’ (ইমরন, ৩: ১০৪)। কেএসএমশিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট একদল স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে চায়, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সমাজে সকল ভালো কাজ করা, ভালো কাজ করতে মানুষকে আহ্বান করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে– যা কার্যত ইবাদত।

দান-খয়রাত ও সদকা-জাকাত ইসলামে বিধিবদ্ধ ইবাদত। আল কুরআনে ভালো কাজ, দান-সদকা ও জাকাতের কথা নামাজের মতো বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তাদের অনেক গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে তারা (গোপন পরামর্শ ব্যতীত) যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয়; আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অচিরেই আমরা মহাপুরস্কার দেবো।’ (আন্ নিসা:১১৪)। আরো বলা হয়েছে, ‘(সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরণের দাসত্বের শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করেঃ বিপদ–আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে; তারাই সত্যবাদী; আর তারাই হলো আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি।’ (বাকারাহ:১৭৭) এখানে নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আগে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস; তারপর অর্জিত ধন-সম্পদ আল্লাহর ভালোবাসায় বিভিন্ন কাজে দান ও ব্যয়, যাকাত দেয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা (নামাজ পড়া নয়), অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

তাই আসুন, আমরা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে চিন্তা-ভাবনায় পরিচ্ছন্নতা আনি; অহিংস মন নিয়ে মানুষের কল্যাণে সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি। ভালো কাজের মধ্যে ইবাদত খুঁজি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমুদয় কল্যাণমুখী কাজ করি, মানুষের কল্যাণে সাধ্যমতো দান-খয়রাত, সদকা, জাকাত প্রদান করি। সুশিক্ষিত ও অহিংস সমাজ গড়ি। আল্লাহ আমাদের ভালো-মন্দ বোঝার তৌফিক দিন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট **বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ওয়ার্কিং এ্যান্ড এ্যাকটিভিটিজ কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলরস্** ছাড়াও ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনায় **একাডেমিক এ্যান্ড গভর্নিং কাউন্সিলর** হিসেবে যাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করছে, তারা হলেন–

- **প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ,** সাবেক উপ-উপচার্য, ইউআইইউ, ঢাকা; প্রেসিডেন্ট, কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
- **প্রফেসর ড. হায়দার আলী,** সিএসই বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ট্রাস্টি, কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট; উপাচার্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
- **প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক,** সাবেক অধ্যাপক, বাহরাইন ইউনিভার্সিটি, বাহরাইন।
- **প্রফেসর ড. ফরিদ এ সোবহানী,** উপাচার্য, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ; প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি একাডেমিকস্।
- **প্রফেসর ড. হাসানুর রায়হান জোয়ার্দার,** সাবেক পরিচালক, আইবিইআর, ইউআইইউ, ঢাকা।
- **প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ খান,** ডীন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
- **প্রফেসর ড. মো. কামাল হোসেন,** ডীন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর।
- **প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান,** দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- **জনাব মোঃ আবুল কাশেম,** সাবেক প্রধান শিক্ষক, সরোজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা; সাধারণ সম্পাদক, কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট।
- **জনাব মোঃ মজিবর রহমান বিশ্বাস,** বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা।
- **মেজর মোঃ হাবিবুর রহমান,** ইবি (অবঃ), মহাব্যবস্থাপক, অরনেট সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিঃ, গুলশান, ঢাকা; ট্রাস্টি, কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট।
- **জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,** পরিচালক (অর্থ), উদ্দীপন, ঢাকা; ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট।
- **মিসেস মাহফুজা খাতুন,** এআরডিও (অবঃ), বিআরডিবি, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ; ট্রাস্টি, কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট।
- **জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম (লাভলু),** কমান্ডার, বা.নৌ.বা., ঢাকা।
- **ডাক্তার মোঃ সাইফুল্লাহ (রাসেল),** সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢা.মে.ক. ঢাকা।
- **জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন (বেলাল),** সহকারী পরিচালক, ইউআইইউ, ঢাকা; ট্রেজারার, কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট।
- **প্রিন্সিপ্যাল,** কাবিলনগর নুরুল উলুম আলিম মাদ্রাসা, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা (পদাধিকার বলে)।
- **চেয়ারম্যান,** কুতুবপুর ইউনিয়ান কাউন্সিল, চুয়াডাঙ্গা (পদাধিকার বলে)।

প্যানেল অব এ্যাডভাইজরসঃ

- **প্রফেসর ড. আবু সুফিয়ান**
  সাবেক প্রফেসর, কিং ফয়সল ইউনিভার্সিটি; এবং বাহরাইন ইউনিভার্সিটি, বাহরাইন।
- **প্রফেসর ড. মো. সাদিকুল ইসলাম**
  প্রফেসর, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢা.বি.।
- **প্রফেসর ড. আলী আশরাফ**
  প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, ইউআইইউ, ঢাকা।
- **প্রফেসর ড. মহান উদ্দিন**
  প্রফেসর, ফিন্যান্স বিভাগ, ইউআইইউ, ঢাকা।
- **প্রফেসর ড. কাউসার আহম্মেদ**
  পরিচালক, এমবিএ প্রোগ্রাম, ইউআইইউ, ঢাকা।
- **প্রফেসর ড. মো. জাকির হোসেন তালুকদার**
  ইংরেজি বিভাগ, বাউবি, গাজীপুর।
- **জনাব এস এম আমান-উর-রশিদ**
  অধ্যক্ষ, হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।
- **জনাব মোহাম্মদ আলী**
  প্রোপ্রাইটর, এম এ্যান্ড এস হাইড, সাভার, ঢাকা, সভাপতি, লেদার ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড টেকনোলজিষ্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ।
- **প্রফেসর ড. এম এ বাকী খলীলী**
  সাবেক অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢা. বি.; প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব মাইক্রো ফিন্যান্স।
- **ড. মো. মোশাররফ হোসেন**
  প্রেসিডেন্ট, এফবিএইচআরও।
- **জনাব মো. আয়ুব হোসেন**
  রেজিস্ট্রার, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
- **জনাব খন্দকার মোহাম্মদ খোদাদাদ**
  সাবেক উপাধ্যক্ষ, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা।
- **জনাব এএইচএম তসলিম হোসেন**
  সাবেক পরিচালক, বিপিডিবি।
- **জনাব মোহা. আনোয়ার হোসেন**
  ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ফার্মাকেম লিঃ, ঢাকা।
- **ইঞ্জিনিয়ার মো. আসাদুজ্জামান**
  ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, বিল্ড ফাউন্ডেশন কন্সালটেন্ট।

ওয়ার্কিং এ্যান্ড এ্যাকটিভিটিজ কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলরসঃ

গ্রামঃ দত্তাইল–

প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ পিতাঃ মৃত শামসুদ্দীন মোল্লা	**জনাব আলমগীর মোল্লা** পিতাঃ মৃত আলতাফ মোল্লা	**জনাব মুক্তার হোসেন মন্ডল** পিতাঃ মৃত বারেক মন্ডল
জনাব মো. জামাল উদ্দীন (বেলাল) পিতাঃ মৃত আ. খালেক মোল্লা	**জনাব কাউসার মোল্লা** পিতাঃ রফিজুদ্দীন মোল্লা	**জনাব জামাল উদ্দীন** পিতাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
জনাব মো. ফজজুল্লাহ মোল্লা পিতাঃ মৃত ইয়াকুব মোল্লা	**জনাব মো. সায়েদ** পিতাঃ মৃত রইচ উদ্দীন	**জনাব মো. আরিফুল ইসলাম** পিতাঃ মোঃ আব্দুল মালেক
জনাব মো. মাহাবুব আলম (উজ্জল) পিতাঃ মৃত আব্দুর রশিদ মোল্লা	**জনাব সোনা মিয়া** পিতাঃ ইউনুস আলী বিশ্বাস	**জনাব মহসীন আলী** পিতাঃ মরহুম মোহাম্মদ আলী
জনাব মো. নজির মন্ডল পিতাঃ মৃত করিম মন্ডল	**জনাব রাশেদুল ইসলাম** পিতাঃ ছানোয়ার ফরাজি	**জনাব মো. আকতারুজ্জামান** পিতাঃ মদিন মোল্লা
জনাব মো. রায়হান আলী পিতাঃ মৃত আব্দুল মোতালেব মণ্ডল	**জনাব আল মামুন** পিতাঃ মো. কাশেম শেখ	**জনাব বিল্লাল হোসেন** পিতাঃ তাহাজুদ্দীন
জনাব মো. রাজ্জাক সর্দার পিতাঃ মৃত সোবহান সর্দার	**জনাব আক্কাচ আলী মোল্লা** পিতাঃ মৃত মুসা মোল্লা	**জনাব রেজাউল মন্ডল** পিতাঃ মৃত সৈয়দ আলী মন্ডল
জনাব মো. মনজের আলী পিতাঃ মোঃ আনসার আলী মোল্লা	**জনাব মোয়াজ্জেম মোল্লা** পিতাঃ মৃত মুসা মোল্লা	**জনাব মো. হযরত আলী** পিতাঃ মৃত ছলেমান মন্ডল
জনাব মো. আইনাল হক পিতাঃ মৃত আদালত মণ্ডল	**জনাব মো. মিজানুর রহমান** পিতাঃ মোঃ ইউনুস আলী	**জনাব মো. রাশিদুল ইসলাম** পিতাঃ মৃত মোহাম্মদ আলী
জনাব মো. শহিদুল ফারাজী পিতাঃ মৃত রজব আলী ফারাজী	**জনাব মোঃ হান্নান ফারাজী** পিতাঃ মৃত ইসরাইল ফারাজী	**জনাব মো. মোশাররফ আলী** পিতাঃ মৃত ইসরাইল ফারাজী
জনাব মো. আবুল কাশেম পিতাঃ মৃত মুবারেক শেখ	**জনাব মো. সফিয়ার রহমান** পিতাঃ মৃত আখের আলী	**জনাব দেলোয়ার হোসেন ফরাজি** পিতাঃ মৃত আখের ফরাজি
জনাব মোঃ মুকুল মোল্লা পিতাঃ মৃত শওকত মোল্লা	-	-

গ্রাম: শম্ভুনগর–

জনাব আমীন উদ্দীন বিশ্বাস পিতা: মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাস	জনাব মো. মতিয়ার রহমান পিতা: মৃত ইমান আলী	জনাব মো. আব্দুর রউফ পিতা: মৃত আজগর আলী বিশ্বাস
জনাব মো.সাজিবার রহমান বিশ্বাস পিতা: মৃত আজগর আলী বিশ্বাস	জনাব মো. শহিদুল ইসলাম পিতা: মৃত মনসুর আলী বিশ্বাস	জনাব মো. রাজ্জাক ফারাজী পিতা: মৃত শমসের ফারাজী
জনাব মো. আক্কাচ আলী পিতা: মৃত আশরাফ আলী মন্ডল	জনাব মো: হারুন-অর- রশিদ পিতা: মৃত মনসুর আলী বিশ্বাস	জনাব ওসমান আলী পিতা: মৃত কালু মন্ডল
জনাব মো. শাহজাহান আলী পিতা: মৃত আফছার আলী মন্ডল	জনাব মোহাম্মদ আলী মালিতা পিতা: মৃত নিছু মালিতা	জনাব ওহিদুল ইসলাম পিতা: বারেক আলী মন্ডল
জনাব মো. রাহাত আলী পিতা: মৃত খোকাই মন্ডল	জনাব আলম মণ্ডল পিতা: মৃত আকবর মণ্ডল	জনাব মো. শরিফুল ইসলাম পিতা: মো. আবু বকর
জনাব মো. ফজলুল হক পিতা: মৃত আদালত মন্ডল	জনাব আলম বিশ্বাস পিতা: মৃত মহিউদ্দীন বিশ্বাস	জনাব মো: আক্তার আলী বিশ্বাস পিতা: মৃত আফছার আলী বিশ্বাস
জনাব মো: মোমিন আলী পিতা: মৃত তাহাজুদ্দীন মন্ডল	জনাব মো: মনিরুজ্জামান পিতা: মৃত আকবর আলী বিশ্বাস	জনাব মো. আফিল উদ্দীন পিতা: মৃত আহম্মদ মোল্লা
জনাব মো. আমিরুল ইসলাম পিতা: মো. সোলজার মন্ডল	জনাব মো. বকুল হোসেন পিতা: মৃত কাদের আলী	জনাব মো. হাসানুজ্জামান পিতা: মৃত ওলি আহমেদ
জনাব মো. ইমন হোসেন পিতা: মো: জয়নাল বিশ্বাস	-	-

গ্রাম: পোল বাগুন্দা– গ্রাম: মহাম্মদজমা (কোঁদ পাড়া)– গ্রাম: সাহেবনগর–

গ্রাম: পোল বাগুন্দা–	গ্রাম: মহাম্মদজমা (কোঁদ পাড়া)–	গ্রাম: সাহেবনগর–
জনাব মো. হুসাইন আলীম পিতা: মো. মাদার আলী জোয়ার্দার	জনাব মো. মেহেদি হাসান পিতা: মৃত মোঃ আব্দুল কাদের	জনাব মো. হামিদুল ইসলাম **পিতা: মো. আকবর মোল্লা**
জনাব মো. হাতেম আলী পিতা: মো. ভিকু মালিতা	জনাব মো. ইউনুস আলী পিতা: মৃত ইয়াছিন মন্ডল	জনাব মো. ফজর আলী পিতা: বক্স জোয়ার্দার
জনাব মো. সাইফুল ইসলাম পিতা: মো. গনজের আলী	জনাব মো. ছানোয়ার মন্ডল পিতা: মৃত উম্বাদ মন্ডল	জনাব মো. আ. খালেক পিতা: আরমান জোয়ার্দার
জনাব মো. বকুল হোসেন পিতা: মৃত দবির উদ্দীন	জনাব মো. বাবলুর রহমান পিতা: মৃত ফকির মন্ডল	জনাব মো. শহীদুল ইসলাম পিতা: মো. বাহার আলী মন্ডল
জনাব মো. নফর আলী পিতা: মো. মোজাম আলী	জনাব মো. কামাল উদ্দিন পিতা: মৃত ছমির মন্ডল	-

গ্রাম: আশানন্দপুর–

জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, পিতা: মৃত মহসীন মালিতা	জনাব মো: মিনহাজ উদ্দীন পিতা: মৃত রিয়াজুদ্দীন মালিতা	জনাব নূর মোহাম্মদ পিতা: গঞ্জের আলী

(ট্রাস্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরো কিছু ওয়ার্কিং কাউন্সিলর নির্বাচন করা হবে। তাদের নাম পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে।)

যদি কোনো মুক্তমনা সুহৃদ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের অনুকরণে অন্য এলাকায় ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ নামে সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করেন, তাদেরকে যথোচিত পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে। আসুন আমরা শিক্ষা-সেবার আদর্শে সুশিক্ষিত সমাজ ও দেশ গড়ি; বাঁচার মতো বাঁচি। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করি।

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি

ড. হাসনান আহমেদের জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। তিনি একজন সুপরিচিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁর অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে বৈচিত্র্যময় অবদান ও ভূমিকা দেশ-বিদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানস ও পেশাজীবী সমাজে স্বীকৃত। তিনি দেশ-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি স্ট্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

তিনি একজন প্রাবন্ধিক, লেখক ও গল্পকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল থেকে। তিনি সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি অঙ্কনের একজন বলিষ্ঠ ভাষাশিল্পী। তাঁর লেখনীতে বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, জনসমাজের দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষামানের অবনতি প্রভৃতির বাস্তব ও মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনীতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের বইয়ে। তাঁর লেখনী সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

ড. আহমেদ চল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু এবং আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য গবেষণায় এখনোও জড়িত। তিনি আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া'র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এতে তিনি অনন্য এক ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি এদেশের সমাজ, দেশ ও শিক্ষার উন্নয়নে নতুন মডেল প্রতিষ্ঠা করেন, নতুন শিক্ষানীতি ও দেশ পরিচালনার নীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধের রচয়িতা।

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সামাজিক শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মানকেও উন্নত করতে হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোককে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এ লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদদের সাথে নিয়ে ড. আহমেদ 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদ এলাকাভিত্তিক 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' তৈরি করবে। এক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবা নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা প্রয়োজন। এই ত্রিমাত্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগ করবে। এছাড়া সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফ্‌টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা করবে। বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' এবং 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে ড. আহমেদ 'শিক্ষা-সেবা (আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন মডেল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস '৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'জীবনক্ষুধা', 'প্রতিদান চাইনি', 'কিছু কথা কিছু গান', 'অপেক্ষা', 'শেষবিকেলের পথরেখা', 'সত্যের গল্প গল্পের সত্য', 'সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা', 'এইসব দিনকাল', 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' অলখ মহাশক্তির খেলাঘর প্রভৃতি। তার শতাধিক প্রবন্ধ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসরে গেছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সমাজে কাজ করে যাচ্ছেন; অভিজ্ঞতাসিঞ্চিত উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে বইপুস্তক ও নিউজপেপার-কলাম লিখে চলেছেন।

Mohammad Ali Bappy

President

+88 01711 361188
www.letsb.org
formilaakther@yahoo.com

6/1 Sher- Bangla Road, Hazaribagh,
Dhaka-1209, Bangladesh

Leather Engineers' & Technologists' Society, Bangladesh

মোহাম্মদ আলী বাপ্পী

প্রোপ্রাইটর, এম এন্ড এস হাইড

লেদার ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড টেকনোলজিষ্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর **সভাপতি** নির্বাচিত হওয়ায় সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা **শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন**।

লেদার ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড টেকনোলজিষ্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ (লেটসবি)

শেখ গার্মেন্টস এন্ড বস্ত্রালয়

প্রোপ্রাইটর
মোঃ সোনা মিয়া
মোবাঃ ০১৯১৩-৯১১৩১৩

এখানে শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রী-পিচ সহ যাবতীয় তৈরি পোশাক সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

হাসপাতাল রোড, সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা।

বিস্তারিত জানতে ও বুঝতে আরো পড়ুন

ধর্মের আলোকে শিক্ষা, সমাজ ও সমাজকর্ম বিশ্লেষণধর্মী বই:

‘আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা’– হাসনান আহমেদ

‘এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে’– হাসনান আহমেদ

‘সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম’– হাসনান আহমেদ

Web Page: https://pathorekhahasnan.com
Email: hasnanahmed@yahoo.com
Web Page: https://ksmtrust.com